বিপ্রতীপ ভালোবাসা - ২

(জুলিয়া উপাখ্যান এর দ্বিতীয় পর্বের পর) মুর্শেদুল কবির

অনিন্দ্য উপাখ্যান - ২

মেয়েটার কথা অনেকটা বিশ্বাস হয় না। প্রিয়জনের সহানুভূতি পাবার জন্য অনেকেই এমন বলে থাকে। ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে বল্ল- ওতোমাকে না বলেছি পড়ার সময়ে ফোন করবে না। মনে থাকে না?'

- 'মনে থাকবে না কেন? মনে অবশ্যই আছে। কিন্তু আপনি তো পড়ছিলেন না।'- যথারীতি হাসতে হাসতে বল্ল জুলিয়া-ওছিলেন তো এতক্ষন বেলকনিতে।'
- 'কে বল্ল তোমাকে?'- জেরা করার ভঙ্গিতে বল্ল অনিন্দ্য।
- 'কেউ বলেনি, নিজের চোখে দেখলাম।' জুলিয়াও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বল্ল।
- 'দেখলে? কি দেখলে?'
- 'দেখলাম যে আপনি বিশাল একটা বই হাতে নিয়ে উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন। আচ্ছা, কি ভাবছিলেন ওতো মনোযোগ দিয়ে? কবি-টবি হয়ে গিয়েছিলেন নাকি? হি হি হি।

অনিন্দ্যর পিত্তি জ্বলে গেল। সহ্যের একটা সীমা আছে। ওএত দূর থেকে দেখলে কি ভাবে? তোমার তো দেখছি শকুনের চোখ।' মৃদু কটাক্ষ করল ও। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা তাতে তার কোন ভাবান্তর হল না।

- 'ঠিকই বলেছেন, তবে আমার না, শকুনের চোখ হল আমার বাইনোকুলারের। প্রথমে অবশ্য ঘোলা দেখাচ্ছিল, তাই অটোজুম এনাবেল করে...ইয়া আল্লাহ্, বলে ফেল্লাম তো'- এবার অট্টহাসি। ওভেবেছিলাম আপনাকে বলব না।' শেষের বাক্যটা শুনলেও প্রচন্ড হাসির তোড়ে কিছু বুঝতে পারল না অনিন্দ্য।
- 'উফ, কি বিচ্ছু মেয়েরে বাবা!' মনে মনে বল্ল অনিন্দ্য -ওবাইনোকুলার দিয়ে আমার উপর নজরদারি শুরু করেছে।' -ওবেশ ভাল করেছ, মহা পূন্যের কাজ করেছ।' রেগে বল্ল -ওশোন, আমি এখন পড়তে বসব। আর কিছু বলবে?' ওকে এ ধরনের প্রশ্ন করা বেশ ঝুকিপূর্ণ। কারন সারারাত বল্লেও ওর কথা শেষ হবার নয়। মনে মনে তাই প্রমাদ গুনল অনিন্দ্য।
- 'হ্যাঁ, আপনাকে অনেক কথা বলার আছে আমার' -গম্ভীর স্বরে এই প্রথম না হেসে বল্ল ও- 'কিন্তু আপনি তো কিছু শুনতেই চান না। আচ্ছা আপনি এমন কেন? আমি যদি আমার ফোনের বিল তুলে আপনার সাথে কথা বলি, তাহলে আপনার সমস্যাটা কোথায়?' ব্যাগ্র স্বরে বল্ল জুলিয়া।

- 'সমস্যাটা বিলের নয়, সময়ের।' দ্রুত বল্ল অনিন্দ্য ।ওতুমি নিশ্চয়ই জান যে আগামী সপ্তাহে আমার ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। পড়তে পড়তে আমার নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে...'
- 'কচু উঠে যাচ্ছে' মনে মনে বল্ল জুলিয়া। অভিমানি কণ্ঠে বল্ল-ওতা তো জানি, কিন্তু লোপা আপু ফোন করলে কি এমন কথা বলতে পারতেন, বলেন? আমার বেলাতেই যত ওজর-আপত্তি, তাই না?' অনিন্দ্য চুপ। একটু পর ওকে শুনতে হল-ওআমার জা'গায় লোপা আপু হলে তাকে তো বলতেন, আপু আপনার সাথে কথা বল্লে আমার ফ্রেশ লাগে, আর রাতের পড়াটাও ভাল হবে, কি বলতেন না?
- 'মেয়েটা বড্ড পেকে গেছে' -মনে মনে বল অনিন্দ্য।-ওহ্যাঁ, হয়ত বলতাম' নীচু স্বরের স্বীকারোক্তি ওর।
- 'তাহলে শুধু শুধু কেন মিথ্যা অজুহাত দেখাচ্ছেন? আমার কাছে সত্য লুকিয়ে আপনি খুব মজা পান না?' আশাহত গলায় বল্ল জুলিয়া। উপায়ান্তর না দেখে অনিন্দ্য বেশ শান্ত স্বরে বল্ল-ওজুলিয়া, তুমি অসুস্থ্য, বিশ্রাম নাও। তুমি সেরে উঠলে আমরা অনেক কথা বলব কেমন? আমি তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না।' বাচ্চা মেয়েকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বল অনিন্দ্য। অবশ্য অনিন্দ্য ওকে বাচ্চা একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবে না।
- 'তা ঠিক। তবে হারালেও বোধহয় ভাল ছিল। খুঁজে নিতাম। না হারালে তো আর সে সুযোগটা থাকছে না।
- 'মানে?'
- 'হারালেই তো শুধু খোঁজা যায়। যে হারায়ইনি, তাকে খুঁজব কোথায়?'- কথাটা বলার সময় জুলিয়ার গলা ধরে এল। এ পশ্নের উত্তর অনিন্দ্য কি দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। একটু পর জুলিয়া বল্ল-আগামী মঙ্গলবার আপনার কোন কাজ আছে?
- কেন?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল ও।
- আহ্, বলুন না আছে কিনা?
- আগামী মঙ্গলবার,তাই না?' ভাবতে ভাবতে বল্ল ও, ... হ্যাঁ, ক্লাস টেস্ট বুধবারে, ... হ্যাঁ, মঙ্গলবার ফ্রি...' হঠাৎ এমূহুর্তে ওর মনে পড়ল মঙ্গলবার ভ্যালেনটাইনস্ ডে, আপুকে নিয়ে বেরুতে হবে, অন্য কোন কাজে কিছুতেই বিজি হওয়া যাবে না। '...না না, মঙ্গলবার না, মঙ্গলবার সম্ভব না, তোমার যদি খুব জরুরী কোন কাজ থাকে তাহলে তোমাকে অন্য যে কোন দিন আমি সময় দিতে পারি।' খুব ভদ্রভাবে বল্ল অনিন্দ্য।
- না, অন্য কোন দিন না, আপনাকে আমার সেদিনই চাই।' গোঁয়ারের মত বল্ল জুলিয়া।
- তুমি চাইলেও আমার কিছু করার নেই। একটু বোঝার চেষ্ট কর বোকা মেয়ে...

- হ্যাঁ, আমি সেটা করছি, আমি এখন বুঝতে পারছি যে ঐ দিনটাতে আপনি পৃথিবীর সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে ফ্রি রাখবেন। ঠিক না?' ওর স্বরে হালকা ব্যঙ্গ।
- এই তো... গুডি গার্ল...
- এবং কি কাজ আপনার সেদিন, সেটাও বেশ বুঝতে পারছি।
- আপনি কি জানেন আগামী মঙ্গলবার ভ্যালেনটাইনস্ ডে?
- তাই নাকি? জানি না তো...' ভানটা ভাল হল না ওর, তাই আবার বল্‌ল- না মানে জানি, কিন্তু মনে ছিল না,
- অবশ্যই আপনার মনে ছিল। আপনি মিথ্যা বল্লে যে আমি বুঝতে পারি সেটা আপনি বুঝতে পারেন না কেন?
- তোমার মত আমার এত বুঝ নাই যে!
- একটু সময়ও কি আপনি দিতে পারবেন না?...অল্প কিছুক্ষন?...' প্রচন্ড কষ্টে জুলিয়ার গলা আটকে যাচ্ছে।
- 'জুলিয়া, আমি এখন সত্যিই পড়তে বসব।' জুলিয়ার জন্য ওর এই প্রথম ভীষন মায়া লাগল। তাই সরাসরি না করতে পারল না। আপুর ব্যাপারটা না থাকলে ও ওকে অব্যশই সময় দেয়া যেত, জুলিয়া যতক্ষন চায় ততক্ষন।ও ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বল্ল-' আর তাছাড়া, একটু পর আমার একটা জরুরী কল আসবে, নতুবা তোমাকে আমি আরেকটু সময় দেয়া যেত।'
- 'ফোনটা কে করবে? লোপা আপু? আমার তো মনে হয় উনি নয় বরং আপনিই তার কাছে ফোন করবেন, কি ঠিক বলিনি?' জুলিয়া দেখল অনিন্দ্যকে পাবার প্রতিটি সময়ে লোপা ভাগ বসিয়ে বসে আছে। তাই বেশ রাগ নিয়েই কথাটা বল্ল।
- 'না' খটাস করে ফোন রেখে দিল অনিন্দ্য, ওর রাগ চরমে উঠে গেছে। কারন জুলিয়া ঠিক বলেছে ।
- ফোন রাখার পর থেকে ওকে কিছুটা হীনমন্যতা এসে গ্রাস করল।ওনা' না বলে হ্যাঁ বলে দিলেই পারত। পিচ্চি একটা মেয়ের সাথে সত্য কথা বলতে ওর এত বাঁধে কেন তা ও নিজেও জানে না। গত বছর ওর সাথে পরিচয়। বন্ধুর বোন। একই এলাকায় থাকে। পুরো একটা বছর ধরে জ্বালাচ্ছে ওকে। মাঝ রাতে ফোন করে হাসাহাসি করে। একবার ভেবেছিলো ইকবালকে ব্যাপারটা জানাবে কিন্তু চক্ষুলজ্জার জন্য ও আর জানাতে পারেনি। ওকেমন গাধী মেয়েরে বাবা! লোপা আপুর কথা জেনেও পেছনে ঘুরঘুর করে। এখন আবার বাইনোকুলার দিয়ে নজরদারিও শুরু করেছে। এইওনাছোড়বান্দীর' হাত থেকে কি আমার আর নিস্তার নেই?' এসব কথা ভাবতে ভাবতে ডাইনিং রুমে গিয়ে এক গ্লাস কফি বানিয়ে এনে আবার ওর ঘরে এসে ঢুকল। এর মধ্যে ওর মা একবার ওকে জিজ্ঞেস করলওকে ফোন করেছিলো রে?' -ওইকবালের বোন'- অনিন্দ্যর সংক্ষিপ্ত জবাব। রুমে ঢুকেই ফোন করল ও,

অনেকক্ষন পর রিসিভ করা হল। ওপাশ থেকে ভারী, ঘুম জড়ানো গলা শোনা গেল- 'হ্যালো...

- আপু আমি অনি, (লোপা আপু ওকে অনি বলে ডাকে) কেমন আছেন?
- ও অনি! আমি ভাল, তুমি কেমন আছ?
- আমিও ভাল, কি করছিলেন?
- 'ঘুমাচ্ছিলাম' - হাই তুলতে তুলতে বল্ল লোপা।
- 'সরি, ডিসটার্ব করলাম মনে হয়?' গলায় কেজি খানেক মধু ঢেলে বল্ল অনিন্দ্য।
- না, তুমি বরং আমার উপকার করলে, রিংয়ের শব্দে ঘুম না ভাঙ্গলে হয়ত আরো কয়েক ঘন্টা ঘুমাতাম, তাহলে রাতের পড়াটাই মাটি হয়ে যেত।
- এরপর কি করবেন?
- হাত মুখ ধুয়ে হালকা কিছু খাবার খেয়ে পড়তে বসব।
- কটা পর্যন্ত পড়বেন?
- দেখি কতক্ষন পড়া যায়, গতকাল তিনটায় ঘুমিয়েছিলাম, আজকেও হয়ত তিনটা বাজবে, সামনে পরীক্ষা তো, তুমি তো আমার রুটিন জানো, অথচ এমনভাবে প্রশ্ন করছ...' বিরক্তি চেপে রাখতে রাখতে বল্ল লোপা।
- আপনার রুটিনটা ঠিক আছে কিনা সেটা যাচাই করে নিলাম।
- 'তোমাকে যাচাই করতে বলেছে কে?' - মনে মনে আরো বিরক্তি হল ও। কিন্তু মুখে কিছু বল্ল না।
- আচ্ছা আপনি রাত জেগে পড়ার অভ্যাসটা বাদ দিতে পারেন না ?
- না, পারি না- অনেকটা আদুরে গলায় বল্ল লোপা।
- কেন?
- কারন এটা আমার অনেক ছোট বেলার অভ্যাস। আর তাছাড়া দিনে পড়লে পড়া আমার মনে থাকে না।
- কি অদ্ভুত কথা!
- আমি যে একটু অদ্ভুত টাইপের মেয়ে, এটাও তুমি বেশ ভাল করেই জানো, আর এ-ও জানো, তোমার সাথে আমি যতটুকু সময় কথা বলব রাতে আমাকে ঠিক ততটুকু সময়ই বেশী পড়তে হবে। কারন এখন আমার পড়ার টাইম।' বুঝাবার ভঙ্গিতে বল্ল লোপা।
- 'আমি তো জানি সারাদিনই আপনার পড়ার টাইম'- লোপার কথায় মন খারাপ হলেও হাসতে হাসতে বল্ল অনিন্দ্য।
- 'সেটা হতে যাবে কেন?' -অনিন্দ্যর হাসি লোপা গায়ে মাখল না-ওআমি তো আর রোবট না...'
- 'রোবটরা বুঝি সারাদিন পড়ে?'

- 'আমি এখানে রোবটের পড়ার ব্যাপারটা বুঝাইনি, বোকা কোথাকার!' মিষ্টি করে একটা গাল দিল লোপা।ওআচ্ছা ঠিক আছে, এই ভর সন্ধ্যায় ফোন করেছ কেন এখন সেটা বল।' শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা না করে পারল না ও।
- ওমা, একটু ফোনও করতে পারব না? আইনে নিষেধ আছে নাকি? অনিন্দ্য নামক কোন যুবক লোপা নামক কোন যুবতীকে প্রয়োজন ব্যতিরেকে ফোন করিতে পারিবে না, করিলে দন্ডবিধির ৪২০ ধারা মোতাবেক তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হইবে। এরকম?' মজা করে জুলিয়ার ডায়ালগটা এখানে চালিয়ে দিল।
- 'হ্যাঁ, পড়ার সময় ফোন করে বিরক্ত করলে মৃত্যুদন্ডই দিতে হয়।' লোপার সোজা সাপ্টা উত্তর।ওতোমাকে না বলেছি পড়ার সময়ে ফোন করবে না।'
- 'আপনি পড়ছিলেন নাকি? ছিলেন তো এতক্ষন বেলকনিতে।' দেবার মত কোন অজুহাত না পেয়ে জুলিয়ার আরেকটা সংলাপ অযৌক্তিকভাবে বলে দিল।
- 'কি? আমি বেলকনিতে ছিলাম? কি বলছ তুমি?' ওর কন্ঠে স্পষ্ট বিস্ময়।
- না মানে , গেইস করলাম আরকি ...
- 'কিসের গেইস? তুমি জান না আমাদের বেলকনি নেই।' রাগতস্বরে বল্ল লোপা।
- আহ্হা, আমি কি একটু ফানও করতে পারি না?
- 'না, পার না।' রীতিমত ক্ষেপে গেছে ও।ওআমি তো তোমার এমন কেউ না যে তুমি আমার সাথে ফান করবে।'
- 'রাজন ভাইয়াকে কখনও এমন করে বলতে পারতেন, বলেন?'- আহত গলায় বল্ল অনিন্দ্য।
- 'ও কখনোই আমার সাথে এমন বস্তাপঁচা ফান করে না'- একটু চুপ থেকে ধীরে ধীরে বল্ল।
- 'আর করলেও সেটাকে আপনি অতি উচ্চদরের রসিকতা মনে করতেন। আর আমি না ফোন করে যদি ও করত তাহলে তো বলতেন ওহ রাজন ভাইয়া, আপনার ফোনের জন্যই তো ওয়েইট করছিলাম, পড়ার টাইম তাতে কি? বরং আপনার সাথে কথা বলার পর পড়ায় মনোযোগ আরো বেড়ে যায়। কি বলতেন না?' -অনিন্দ্য অনেকটা রেগেই বল্ল।
- না বলতাম না। আচ্ছা, কি শুরু করলে তুমি বলতো? আর... এইসব আজেবাজে কথা কই পাও?
- আজেবাজে না, এটাই সত্যি।
- 'অনিন্দ্য,' মৃদু স্বরে বল্ল লোপা।ওঅনেক হয়েছে আর না, আমার মাথা ধরেছে, আমি এখন রাখব। আর তাছাড়া...
- আর তাছাড়া...' লোপার আগেই বলে উঠল ও-ওএকটু পর একটা জরুরী ফোন আসবে আপনার, তাইতো?' বেশ ঝাঁঝের সাথেই বল্ল অনিন্দ্য।

- 'ইউ আর এ রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট বয়, সত্যিই তাই' -খুশি হবার ভান করল লোপা।
- ফোনটা কে করবে? রাজন?
- অনিন্দ্য, ভদ্রভাবে কথা বল, উনি তোমার অনেক বড়।
- অনেক বড় না, শুধু বয়সে কয়েক বছরের বড়। শুনুন লোপা আপু, সে আপনার কাছে ফোন করবে না, আপনিই তার কাছে করবেন। এই সত্যটা আমার কাছে আড়াল করবার কোন প্রয়োজন ছিল না' -বলেই ও ফোন রেখে দিল। ইস্, আপুকে আজ কত কথা বলার ছিল। ভ্যালেনটাইনস্ ডে'র কথাটা তো বলাই হল না। প্রচন্ড রাগে, দু:খে, কষ্টে আর অপমানে ও স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষন। এমন আশাহত ও জীবনে কখনও হয়নি। মনে মনে কি ভেবে রেখেছিলো আর হলটা কি! মানুষের কল্পনা কি সবসময় কল্পনাই থেকে যায়? কখনও সত্যি হয় না? কি এমন ক্ষতি সত্যি হলে?

জুলিয়ার ব্যাপারটার সাথে অনেকটা মিলে গেল। ওকে কষ্ট দিয়েছে বলেই হয়ত আজ আপুর সাথে ঝগড়াটা হল। এর আগেও ও খেয়াল করে দেখেছে, যেদিন জুলিয়ার সাথে ও একটু খারাপ আচরন করে সেদিনই আপুর সাথেও ওর কিছু না কিছু হয়। একবার ঐ পিচ্চি মেয়েটাকে ফোনে কি কারনে যেন একটু বকাঝকা করেছে, অমনি কি হতে কি হল, সেদিন থেকেই আপুদের ফোনটা ডেড হয়ে গেল, একটানা আটদিন ফোন ডেড ছিল।

অসম্ভব মন খারাপ কওে ও বারান্দায় এসে দাঁড়াল, আকাশে আজ অনেক তারা । হঠাৎ দেখল অনুজ্জল একটা তারা তার পাশের আরেকটা তারার দিকে ছুটে গেল, যেন জড়িয়ে ধরতে চাইছে, কিন্তু ঐ তারাটি ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিয়ে অন্য আরেকটি তারার দিকে সরে গেল, অনিন্দ্য অবাক হয়ে দেখছে, কিন্তু ৩য় তারাটিও একসময় আরো দূরে সরে গেল, তিনটা তারা মিলে প্রায় একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল। আসলে তারাগুলো তখন আকাশে ছিল না। ছিল অনিন্দ্যর মনে। অনিন্দ্যর অবচেতন মনে।

মুর্শেদুল কবীর, সিডনী, ২০/০৭/২০০৬